সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৪৪

WEEKLY BOOKLET: 344

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট ইতিকাফের ব্যাপারে ১০টি প্রশ্নোত্তর

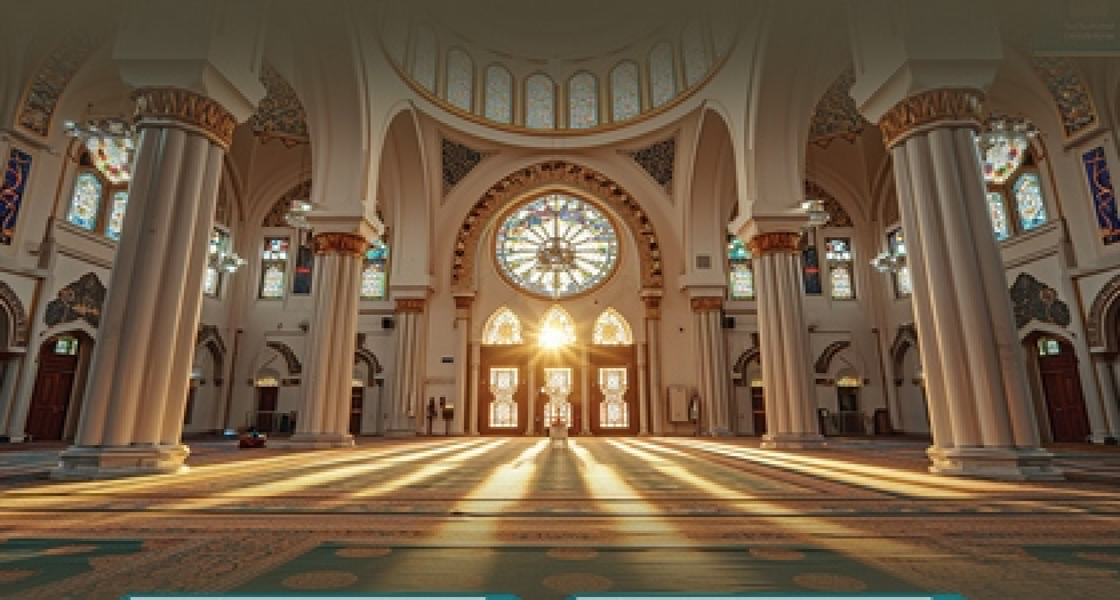

মসজিদে ইফতার করায় সতর্কতা ০৩

ইসলামী বোনেরা কি সম্মিলিতভাবে ইতিকাফ করতে পারবেন? ১০

মসজিদে ঠিকানী করা কেমন? ০৪

কত বছর বয়সী ইসলামী ভাইদের ইতিকাফে বসানো যায়? ১৫

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ؕ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট ইতিকাফের ব্যাপারে ১০টি প্রশ্নোত্তর

খলিফায়ে আত্তারের দোয়া: ইয়া রাব্বাল মোস্তফা! যে কেউ এই পুস্তিকা **“আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট ইতিকাফের ব্যাপারে ১০টি প্রশ্নোত্তর”** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে সুন্নাত অনুযায়ী ইতিকাফ করার তাওফীক দান করুন এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আখেরী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهٗ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيَّ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهٗ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا অর্থাৎ জুমার দিন আমার উপর বেশি পরিমানে দরূদ শরীফ পাঠ করো কেননা এটা ইয়াওমে মাশহুদ (অর্থাৎ আমার দরবারে ফেরেশতাদের উপস্থিতির বিশেষ দিন)ওই দিন ফেরেশতারা (বিশেষভাবে বেশি পরিমানে আমার দরবারে) উপস্থিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি আমার উপর দরূদ প্রেরণ করে তখন সে দরূদ পাঠ থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত তার দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। হযরত আবুদ দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বর্ননা যে, আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইন্তেকালের পর কী হবে?ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, আমার বাহ্যিক ইন্তেকালের পরও একইভাবে আমার সামনে

পেশ করা হবে। اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ: আল্লাহ পাক জমিনের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শরীরকে ভক্ষন করা হারাম করে দিয়েছেন, فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ আল্লাহ পাকের নবী জীবিত এবং তাঁকে রিযিকও দেওয়া হয়। (ইবনে মাজাহ, ২/২৯১, হাদীস: ১৬৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও কি ইতিকাফ ছিলো নাকি এটা উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য নির্দিষ্ট?

উত্তর: ইতিকাফ বহু পুরাতন ইবাদত যেমনিভাবে দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “ফয়যানে রমযান”এর অধ্যায় ফয়যানে ইতিকাফ এর ২২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও ইতিকাফের ইবাদত ছিলো অতঃপর ১ম পারা সূরা বাকারার আয়াত নং ১২৫ এ রয়েছে:

وَعَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآىٕفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাগিদ দিয়েছিলাম, আমার ঘরকে খুব পবিত্র করো তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু ও সাজদাকারীদের জন্য।

হে আশেকানে রমযান! তাওয়াফ ও নামায এবং ইতিকাফের জন্য কাবা শরীফের পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা স্বয়ং কাবার রবের পক্ষ থেকে হুকুম জারি করা হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাস্সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: জানা গেলো, মসজিদকে পবিত্র ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং সেখানে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস

www.dawateislami.net

আনা যাবে না, এটা নবীগণের সুন্নাত। এটাও জানা গেলো যে, ইতিকাফ ইবাদত এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের নামাযে রুকু সিজদা উভয়টি ছিলো। এটাও জানা গেলো যে, মসজিদ সমূহের মোতাওয়াল্লি (পরিচালক) থাকা উচিত আর মোতাওয়াল্লি যেনো পরহেযগার হয়। তিনি আরো বলেন: তাওয়াফ ও নামায এবং ইতিকাফ খুবই প্রাচীন ইবাদত যেটা ইব্রাহীমি যুগে ছিলো। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পারা ১, আল বাকারা, আয়াত: ১২৫ পৃঃ ২৯, মালফুজাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩৫০/২)

প্রশ্ন: রমযানুল মোবারকে অনেক লোক মসজিদে ইফতার করে থাকে, তাদের জন্য ইতিকাফের নিয়্যত সংক্রান্ত মাদানী ফুল ইরশাদ করুন।

উত্তর: মসজিদে পানাহারের জন্য ইতিকাফের নিয়্যত করবেন না বরং সাওয়াবের জন্য নিয়্যত করুন আর এটা শুধুমাত্র রমযানুল মোবারকেই নয় বরং সারা বছর যখনই মসজিদে আসবেন হোক সেটা এক সেকেন্ডের জন্যও ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। নিয়্যতের শব্দাবলি এরূপ نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَافْ অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম। মনে রাখবেন! এই নিয়্যত আরবী ভাষায় করাটা শর্ত নয় বরং আরবী ভাষায়নিয়্যত তখনই হবে যখন অন্তরে নিয়্যত বিদ্যমান থাকবে এবং আরবীর অর্থও জানা থাকবে। শুধুমাত্র গতানুগতিক বা এমনিতেই বলে দিলো আর নিয়্যতের দিকে মনোযোগ নেই তবে এই নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না। বাংলা এমনকি যে কোন ভাষায় নিয়্যত করতে পারবেন উদাহরণ স্বরূপ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, ঘুমানো জায়েজ নেই তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করে নেওয়া হয় তবে এখন আনুসাঙ্গিকভাবেমসজিদে পানাহার, ঘুমানো, ইফতার, আবে যমযম

পান করা নিয়াজ খাওয়া ইত্যাদি সকল কিছু জায়েজ হয়ে যাবে। যদি খাবার, পানীয় সামনে চলে আসে আর ইতিাকফের নিয়্যত না থাকে তবে শুধুমাত্র পানাহারের জন্য ইতিকাফ করা নিয়্যত করা যাবেনা। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৫২৫, বাহারে শরীয়ত, ১/৬৪৮, ৩য় অংশ) তবে সাওয়াবের জন্য তখনো নিয়্যত হতে পারে অতএব, নিয়্যত করার পর কিছু যিকির ও দরূদ পাঠ করে নিন উদাহরণস্বরূপ ১২ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন। ১২ সংখ্যার প্রতি ভালোবাসার কারণে ১২ বার বলা হয়েছেঅন্যথায় ততটুকু পড়াই জরুরি নয়। কিছুনা কিছু যিকির ও দরূদ পড়ে নিন, এখন চাইলে পানাহার ও ইফতার করতে পারেন। (মালফুজাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৩৬৮)

প্রশ্ন: মসজিদে চিরুনী করা কেমন?

উত্তর: মসজিদে চিরুনী করা থেকে বাচঁতে হবে কেননা এর কারণে মসজিদে চুল ঝরবে। তবে যদি সতর্কতা অবলম্বন করে চিরুনী করা হয় উদাহরণস্বরূপ চাদর বিছিয়ে চিরুনী করে যাতে চুল পড়লে চাদরে পড়ে তবে এই ধরনের চিরুনী করা জায়েজ। মসজিদে চিরুনী করা থেকে নিষেধ করা উচিত অন্যথায় ইতিকাফে যদি ইতিকাফকারীরা সব জায়গায় চিরুনী করা শুরু করে দেয় যেহেতু সবাই সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে না এই কারণে চুল পড়তে থাকবে অথচ মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার হুকুম রয়েছে। (মালফুজাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ২/১৮১)

প্রশ্ন: যে ইসলামী ভাই ইতিকাফ করার পর দ্বীনি পরিবেশ থেকে বের হয়ে হয়ে যায় তাকে পুনরায় দ্বীনি পরিবেশে কিভাবে আনা যায়?

উত্তর: ইতিকাফ করার পর সকল ইতিকাফকারী দ্বীনি পরিবেশ থেকে বের হয়ে যায় এমনটি নয়। যদি এমন হতো তবে আমরা এই বাহার দেখতাম

না। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইয়ের অধিক সংখ্যক ইতিকাফের কারণে মাদানী পরিবেশে এসেছে। দাওয়াতে ইসলামীর মুফতি ফুযাইল রযা دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণও হলো ইতিকাফ। তিনি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ঘটনা স্বয়ং নিজে বলেছেন যে, প্রথমে মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্ক) পড়তে আসতেন এরপর তিনি দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনায় (করাচী) সংঘঠিত হওয়া ইজতিমায়ি ইতিকাফে অংশগ্রহণ করেন। সেই ইতিকাফের বরকতে এমন রঙ চড়লো যে, তিনি দরসে নিযামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) শুরু করে দিলেন আর আজ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর গৌরবময় মুফতী বরং মুফতীয়ে ইসলাম হয়ে গেলেন। এমনিভাবে দাওয়াতে ইসলামীর অনেক মুবাল্লিগ ও যিম্মাদার রয়েছেন যারা ইতিকাফের কারণে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়েছেন। সম্ভবত অনেক রুকনে শুরাও এমন রয়েছেন যারা ইতিকাফের বরকতে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়েছেন। নিগরানে শুরা হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরানও ইতিকাফের মাধ্যমে মাদানী পরিবেশে এসেছেন। ইতিকাফ করার পূর্বে তিনি দ্বীনি পরিবেশে আসা যাওয়া শুরু করেছিলেন যার কারণে তাঁর উপর কিছুনা কিছু প্রভাব পড়েছিলো, এরপর যখন তিনি ইতিকাফ করলেন তখন তাঁর দুনিয়াই পরিবর্তন হয়ে গেলো। তিনি তাঁর সেই ইতিকাফের পরিবেশ নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, যখন আমি ইতিকাফে বসলাম তখন আমার বন্ধু আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসলো যেহেতু আমি নিজেও হাসি তামাশার অভ্যস্ত ছিলাম তাই সে আমাকে বলতো যে, এই সকল ড্রামা ছাড়ো, তুমি কি মাওলানা লোকদের বিরক্ত করার জন্য বসেছো? কিন্তু তখন আমি একেবারে গাম্ভীর্যপূর্ণ

হয়ে গেলাম এবং তার সাথে কোন হাসি ঠাট্টা করিনি। অতঃপর নিগরানে শুরার উপর ইতিকাফেরএমন প্রভাব পড়লো যে, আজ সেই ইমরান নিগরানে শুরা হয়ে মানুষের মাঝে বিদ্যমান এবং পৃথিবীর এক বিপুল অংশ তাঁর ভক্ত। অধিকাংশ লোক তাঁর বয়ানে সন্তুষ্ট হয় তাছাড়া তাঁর বয়ান শ্রবণকারীরা নিজের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করে। নিঃসন্দেহে এই সকল বাহার ইতিকাফের কারণে, এতদসত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ইতিকাফ করার পরও নেকীর পথে না আসে এবং তার মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন না হয় তবে সেটা তার ভাগ্য। হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাবেঈ বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর বাণীর সারাংশ হলো: কতিপয় লোক ইলমে দ্বীন অর্জন করে এতদসত্ত্বেও সংশোধন হয় না বরং তার মধ্যে অনৈক্য হয়ে থাকে যেটা ফ্যাসাদের কারণ হয়।(১)

অর্থাৎ কারো অন্তরে যদি ফ্যাসাদের বীজ বিদ্যমান থাকে তবে ইলমে দ্বীন অর্জন করার পরও তার অন্তর থেকে ফ্যাসাদই জন্ম নিবে কারণ সেই বীজ দিনের পর দিন লালিত পালিত হবে অবশেষে শক্তিশালী গাছে রুপান্তরিত হয়ে ফ্যাসাদ ছড়াবে। কেননা ফল সব সময় বীজের মতোই

---

১. হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, ইলমের উদাহরণ তো বৃষ্টির সেই পানির মতো যেটা আসমান থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মিষ্টি অবতরণ হয় আর গাছ সেটাকে নিজের শাখার মাধ্যমে শোষণ করে নেয়। এখন গাছ যদি তিক্ত হয় তবে বৃষ্টির পানি তার তিক্ততাকে বৃদ্ধি করে আর যদি ওই গাছ মিষ্টি হয় তবে তার মিষ্টতার মধ্যে বৃদ্ধি করে, তদ্রুপ ইলম নিজেই উপকারের উপকরণকিন্তু যখন নফসের কুপ্রবৃত্তিতে গ্রেফতার মানুষ সেই ইলম অর্জন করে তখন তার অহংকারে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায় আর যখন ভদ্র নফসের মানুষ এই ইলম অর্জন করে তখন এটা তার ভদ্রতা, ইবাদত, ভয় ভীতি ও পরহেযগারীতে বৃদ্ধি করে।
(হাদিকাতুন নাদিয়া, ২/৫১২)

www.dawateislami.net

হয়ে থাকে। যেমনি বীজ বপন করা হবে ঠিক তেমনি ফল পাওয়া যাবে। যদি গম বপন করা হয় তবে গম পাওয়া যাবে, যদি যব বপন করা হয় যব পাবে আর যদি ধান বপন করা হয় তবে ধানই পাওয়া যাবে। এমনিভাবে কিছু লোকের অন্তরে মন্দ ও অনিষ্টতার বীজ থাকে, এই লোকেরা ইলমে দ্বীন অর্জন করে নিলেও সেই বীজের গোড়া তাদের অন্তরে মজবুত হয়ে থাকে, এভাবেই সেই লোকেরা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে যায়। তাছাড়া যেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অন্তরে ভদ্রতা ও সৌভাগ্যের বীজ বপন থাকে তারপর সে ঐ বীজকে ইলমে দ্বীনের মাধ্যমে সেচকার্য করে থাকে আর তাতে আরো সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে তবে ঐ ব্যক্তি একজন নেককার মানুষ ও আমলসম্পন্ন আলীম হয়ে সমাজের মধ্যে আবির্ভাব হয়।

নিজের সময়ের মূল্যায়ন করুন

এমন অনেক লোক আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনায় (করাচী) ইতিকাফের জন্য আসেন যাদের নিজের সংশোধনের ব্যাপারে কোন মানসিকতা থাকেনা, তারা নিজের বন্ধুদের সাথে গ্রুপ বানিয়ে অনর্থক কথার মধ্যে ব্যস্ত থাকে। যদি কোন বন্ধু বাহিরে থেকে কাবাব সামুচা নিয়ে আসে তবে তা খেতে নিজের সময় নষ্ট করে। অনেকে তো মাদানী মুযাকারাতেও অংশগ্রহণ করেনা অথচ ইতিকাফে মাদানী মুযাকারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হয়ে থাকে। তাদের কানে মাদানী মুযাকারার আওয়াজ অবশ্যই পৌছে কিন্তু অন্তরে পৌছায় না কারণ তারা শোনার জন্য তো বসেইনি তাই সেটার বরকত থেকেও বঞ্চিত থেকে যায়। হ্যাঁ, যে ব্যাক্তি মসজিদের ভিতর বসে মনোযোগ সহকারে মাদানী মুযাকারা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করে নিঃসন্দেহে তার অন্তরেও প্রভাব পড়ে এবং সে

অঢেল বরকত তার আঁচলে কুড়িয়ে নেয়। সুতরাং ইতিকাফকারীদের উচিত যে, নিজের সময়ের মূল্যায়ন করে সেটা অনর্থক কাজে নষ্ট না করে তা ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা।

সারা বছর রমযানুল মোবারকের অপেক্ষা

রমযানুল মুবারক আগমনের এখনো কিছু মাস বাকি, তাই যার পক্ষে সম্ভব তিনি নিয়্যত করে নিন اِنْ شَآءَ الله আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনায় (করাচী) পুরো রমযান মাস ইতিকাফ করবো। আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ইতিকাফের অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ থাকে অতএব, যথাসম্ভব ফয়যানে মদীনায় ইতিকাফ করার চেষ্টা করুন অন্যথায় নিজের শহর ও দেশে যেখানে দাওয়াতে ইসলামীর আওতায় ইতিকাফ করানো হয়ে থাকে সেখানে ইতিকাফ করার ব্যবস্থা করুন اِنْ شَآءَ الله অনেক উপকার ও বরকত লাভ হবে। যদি একমাস ইতিকাফ করা সম্ভব না হয় তবে দশ দিনের ইতিকাফ করার ব্যবস্থা করুন যদি এটাও না হয় তবে ইতিকাফে আসা যাওয়া করতে থাকুন উদাহরণস্বরূপ; কাউকে যদি চাকুরীতে যেতে হয় সে যাবে, নিজের সকল কাজ সম্পূর্ণ করে ফিরে আসবে আর যেখানে ইতিকাফ হচ্ছে সেখানে থেকে যাবে, ঘর যাবে না বরং চাকুরীর পর বাকী সম্পূর্ন সময়টা ইতিকাফকারীদের সাথে অতিবাহিত করবে, তাদের সংস্পর্শে থাকবে, এমনটি করার মাধ্যমে অনেক কিছু অর্জন হবে। اَلْحَمْدُ لِله আমরা সারা বছর রমযানুল মোবারকের অপেক্ষায় থাকি আমরা তো সারা বছর এই দোয়াই করি اَللّٰهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ بِصِحَّةٍ وَّعَافِيَةٍ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সুস্থতা ও নিরাপদের সাথে রমযানুল মোবারকে পৌছে দাও। রমযানুল মোবারকের বরকতের কথা কিইবা বলবো! রমযানুল

www.dawateislami.net

মোবারকের পরিবেশে যে শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব হয় তা অন্য মাসে পাওয়া যায় না, যখনই রমযানুল মোবারকের চাঁদ দেখা যায় তখন অন্তরে এক আশ্চর্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় আর যখনইঈদের চাঁদ দেখা যায় অন্তর ব্যাথায় ডুবে যায় যে, হায় আফসোস! রমযানের বরকতময় ও সম্মানিত মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় হয়ে গেলো যারমযানের কারণে নসিব হয়েছিলো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুস্থতা ও নিরাপদের সাথে বারংবার রমযানমাস নসিব করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বয়স্ক ইসলামী ভাই ও মাদানী মারকাযে ইতিকাফ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পুরো রমযান মাস ইতিকাফ করার নিয়ত করে নিন চাই আপনি গত বছর এক মাসের ইতিকাফ করুন বা না করুন এবং নিয়্যত করার সাথে সাথেই সেটার প্রস্তুতিও শুরু করে দিন। যদি সত্যিকার নিয়্যত হয়ে থাকে তবে সেটার সাওয়াব পাওয়াটাও শুরু হয়ে যাবে। কতিপয় সৌভাগ্যবান তো ইতিকাফের এমন প্রেমিক হয়ে থাকেন যে, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ইতিকাফ করা থেকে পিছপা হন না, বিশেষ করে আমাদের বয়স্ক ইসলামী ভাইয়েরা বছরের পর বছর ইতিকাফ করছেন তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা মানেননা এবং কোন অবস্থাতেই ঘরে যেতে প্রস্তুত নন। যেহেতু সম্মিলিতইতিকাফে অনেক ভীড় হয় তাই অক্ষম ইসলামী ভাই ও আমাদের বয়স্ক ব্যাক্তিরা মারাত্মক পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তারা ইস্তিন্জা ও অযুর ব্যাপারে যথেষ্ট দুর্ভোগেপড়েন এই কারণে এখন আমরা এই নিয়ম করে দিয়েছি যে, আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (করাচি) ৫০ বছরের উর্দ্ধে বয়স্ক ইসলামী ভাইদের ইতিকাফে বসানো যাবেনা। তবে ফয়যানে মদীনায়

এমন বয়স্ক ইসলামী ভাই আছেন যাদের বয়স ৭০ বছর হয়ে গেছে কিন্তু তারা দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ ফয়যানে মদীনায় ইতিকাফ করে আসছেন সুতরাং শুধুমাত্র ঐ ইসলামী ভাইদের ফয়যানে মদীনায় ইতিকাফ করার অনুমতি রয়েছে কারণ দীর্ঘ সময় ধরে ফয়যানে মদীনায় ইতিকাফ করার কারণে ঐইসলামী ভাইদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। তাদের মাদানী মারকাযের নিয়ম কানুন ও রুটিন ইত্যাদির ব্যাপারে জানা আছে এ কারণে আশা করা যায় যে, তারা অন্যান্য ইসলামী ভাইদের কষ্টের কারণ হবে না। নবাগত বয়স্ক ইসলামী ভাই যাদের বয়স ৫০ বছরের অধিক তাদের ফয়যানে মদীনায় ইতিকাফ করার অনুমতি নেই কেননা তাদের ফয়যানে মদীনায় ইতিকাফ করার অভিজ্ঞতা নেই। যেহেতু প্রথম থেকেই বয়স্ক হওয়ার কারণে শরীর যথেষ্ট দূর্বল হয়ে গেছে, ইতিকাফের রুটিনের কারণে আরো দূর্বল হয়ে পড়বে, যদি তারা অসুস্থ হয়ে যান তবে তাদের সামলানো কঠিন হবে। এছাড়া ইস্তিনজা ও অযুখানায় মারাত্মক ভীড়ের কারণে তারা পেরেশান হয়ে পড়বেন সুতরাং এই ধরনের বয়স্ক ইসলামী ভাই আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ইতিকাফ করার জন্য আসবেন না।

(মালফুজাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/২৩১)

প্রশ্ন: ইসলামী বোনেরা কি সম্মিলিতইতিকাফ করতে পারবেন?

উত্তর: জ্বী না! ইসলামী বোনেরা সম্মিলিতইতিকাফ করতে পারবে না। কেননা মহিলাদের জন্য মসজিদে বাইত অর্থাৎ ঘরের ঐ অংশ যা সে নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করেছে সেখানেই ইতিকাফ করার অনুমতি রয়েছে। (দুররে মুখতার, ৩/৪৯৪) সুতরাং কোন ইসলামী বোনের যদি ইতিকাফ করতে হয় তবে সে শুধুমাত্র মসজিদে বাইতেই করবে। যদি ঘরে কোন জায়গা নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট না থাকে তবে ইতিকাফের পূর্বে কোন

www.dawateislami.net

জায়গা যেমন ঘরের কোন কক্ষ বা অংশ নির্দিষ্ট করে নিন যে, সে জায়গায় নামায পড়বে এরপর সেখানেই ইতিকাফ করে নিন।

(মালফুজাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ১/২৩৪)

প্রশ্ন: আমি ইতিকাফ করতে চাচ্ছি আমাকে এটা বলুন যে, দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে সংঘঠিত হওয়া এক মাসের ইতিকাফে কোনো কোর্স কি করানো হয়?

উত্তর: এক মাসের সম্মিলিত ইতিকাফে শুধুমাত্র কোর্স হয় না বরং কোর্সেস হয় এবং অনেক কিছু শিখা যায়। তবে সম্মিলিত ইতিকাফের সময় কোন proper কোর্স করানো হয় না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অনেক কিছু শিখা যায়। প্রতিদিন দুইটি মাদানী মুযাকারা হয় যা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে, সুস্থ থাকলে اِنْ شَآءَ الله এই বারও দুইটি মাদানী মুযাকারা হবে। এছাড়া নামায শিখানো হয়, দোয়া ইত্যাদি মুখস্থ করানো হয় আরো অনেক কিছু শিখানো হয়, সুতরাং এক মাসের ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জন করুন।

(মালফুজাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/২৪৪)

প্রশ্ন: মুলতান ও এর আশের পাশের শহরের যিম্মাদাররা নিয়্যত করেছেন যে, اِنْ شَآءَالله রমযান শরীফে সম্মিলিত ইতিকাফেরজন্য এক এক ট্রেন নিয়ে আসবেন, আপনি সমুচিত মনে করলেএর পরিমাপটি বর্ননা করুন যে, কোন ধরনের ইসলামী ভাইদের ইতিকাফের জন্য আনা যায়?

উত্তর: সম্মিলিত ইতিকাফের জন্য সুস্থ সবলইসলামীভাইদের আনা উচিত, এটা নয় যে, ট্রেন আনার কথা বলেছে তো যে কাউকে ধরে নিয়ে আসবে এবং এদিক সেদিক থেকে টাকা জমা করে ৮০ বছরের বৃদ্ধ লোকদের নিয়ে ট্রেন পূর্ণ করে ফেলবে। কোন বেচারা বিকলাঙ্গের রোগী তো কারো অবস্থা এমন যে, কথাই বুঝেনা এবং তরবিয়তি হালকার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ে,

রাগ করে, ইসলামী ভাইদের ধমক দেয়, ইস্তিনজা খানায় ভীড় হলে ঝগড়া শুরু করে দেয় বা বেচারা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং হাসপাতালের বিছানায়শুয়ে থাকে। এই ধরনের লোকদের কষ্ট দেওয়া যাবে না তাদের কোন না কোন সমস্যা অবশ্যই হয়। সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৫০ বছরের বেশি হতে পারবে না এর কমই হওয়া উচিত। এমন ইসলামী ভাইদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত যাদের বয়স ৫০ বছরের কম, আর তারা অসুস্থ না হয়। কতিপয় ইসলামী ভাই ক্যান্সারের রোগীকে নিয়ে আসে। যদি কারো গলার ক্যান্সার হয় আমাদের তার প্রতি ১১২% সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু সে যখন ইতিকাফকারীদের সাথে খাবার খেতে বসবে তখন সবাই খাবে আর সে সবার চেহারা দেখতে থাকবে। এভাবে অন্যান্য ইতিকাফকারীরা কিভাবে খাবে, তাদের তো এর প্রতি দয়া হবে আর তাদের খাবার খাওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে, ইতিকাফে এমন রোগী না হওয়া চাই যার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয় আর সে নিজেও কষ্টে পড়ে যায় এবং নিয়ে আসা ব্যাক্তিকেও বিরক্ত করে এরপর একগুয়েমি করে যে, আমাকে পুনরায় ঘরে পৌছে দাও, আমি কি জানি এখানে এত ভীড় ইত্যাদি হবে তাই ইতিকাফকারী আনার ক্ষেত্রে Quantity নয় Quality দেখুন। অনেক সময় ক্যান্সারের এমন রোগী নিয়ে আসে যার রক্ত থেকে দূর্গন্ধ আসে, অথচ শরয়ী মাসয়ালা হলো যার রক্ত, মুখ বা কাপড় থেকে দূর্গন্ধ আসে তার মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।(১)

---

১. আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: শিশু ও পাগল, কুষ্ঠ রোগী ও দূর্গন্ধময় আঘাতপ্রাপ্ত, কাঁচারসুন, পিয়াজ ভক্ষনকারী, ফ্যাসাদকারী এবং কষ্টদাতাদের শরীয়ত মসজিদে আসতে অধিকার দেয়নি বরং মসজিদ থেকে দূর করে দেওয়ার হুকুম দিয়েছে।
(এজহারুল হক্কুল জলী, পৃঃ ৬৪)

মসজিদে অবুঝ বাচ্চাদের আনবেন না

এটাও স্মরণ রাখুন যে, রমযানুল মোবারকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যায় না কারণ রাত ছোট হয় মাদানী মুযাকারাও তারাবীর নামাযের পরে শুরু হয় এরপর সাহরীর বিরতি নিতে হয়। অনেক ইসলামী ভাই বাচ্চাদের নিয়ে আসে আর সোক্ষাতের জন্য একগুয়েমী করে যে, সাক্ষাত করবো। বাচ্চার উপর দয়া করে সাক্ষাত করে নিলেও এই ডঙ্কা বাজিয়ে দিবে যে, আমার বাচ্চার সাথে সাক্ষাত হয়ে গেছে তখন পরের দিন ১০ টা আরো বাচ্চা এসে যাবে। এরপর এই বাচ্চারাই মসজিদে শোরগোল করে, একে অপরের পিছনে দৌড়া দৌড়ি করে, কাবাডী খেলা শুরু করে দেয়, পিতা তারাবীর নামায পড়ছে আর বাচ্চা পিছনে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। বাচ্চাদের ব্যাপারে এই মাসয়ালা মনে রাখুন যে, এমন বাচ্চা যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা রয়েছে যে, সে প্রস্রাব করে দিবে তাকে মসজিদে আনা জায়েজ নেই আর এমন বাচ্চা যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা রয়েছে যে, সে বলে দিবে তবে তাকে মসজিদে আনা মাকরুহে তানযীহি অর্থাৎ অপছন্দনীয়। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৫১৮) আর এমন বাচ্চা যে মসজিদে চিৎকার চেঁচামেচি করবে, এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করবে, মসজিদের সম্মান নষ্ট করবে তাছাড়া নামাযীদের কষ্টের কারণ হবে চাই সে ১০ বছরের বাচ্চাও হোক না কেন পিতা যদি তার ব্যাপারে জানে যে, সে এমনটা করবে তবে তাকে আনাটা গোনাহ হবে।[১] এই ধরনের বাচ্চা

---

১. আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন বলেন: যদি বাচ্চার কাছ থেকে নাপাকীর প্রবল ধারণা হয় তবে তাকে মসজিদ আনা হারাম আর যদি সন্দেহ হয় তবে মাকরুহ। যদি বাচ্চা এমনকি বৃদ্ধ লোকও অসভ্য অভদ্র হয়, চিৎকার চেঁচামেচি করে, অসম্মান করে তাকে মসজিদে আসতে না দেওয়া উচিত। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৬/৪৫৮)

www.dawateislami.net

সাধারণত ঐ সকল মসজিদে হয়ে থাকে যে গুলো জনবসতী এলাকায় নির্মিত হয়েছে। অনেক ইসলামী ভাইয়ের এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা থাকবে যে, তারা কী পরিমান শোরগোল করে।

বাচ্চাদের ইতিকাফে আনার ক্ষতি

অনেক বাচ্চা আট নয় বছরের হয়ে থাকে এবং বিবেকবানও হয়, একাকি হলে ভদ্রভাবে বসবে আর নামায ইত্যাদিও পড়বে কিন্তু যখন সে এক দুই জনের সাথে থাকে পুরো মসজিদটাকে মাথার উপর উঠিয়ে নিবে। সুতরাং কেউ যদি বলে আমার বাচ্চা ভদ্র কোন কিছু করবে না এবং অপর ব্যাক্তিও এমনটি মনে করে নিজের বাচ্চাকে মসজিদে নিয়ে আসে তবে এই দুই ভদ্র মিলে ভদ্রতার ভাবমূর্তি খন্ড বিখন্ড করে দিবে। অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা থাকবে। উত্তম এটাই যে, বাচ্চাকে নিজের সাথে না আনা। যদি কোন বাচ্চা এমন করে তবে তাকে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। এছাড়া আরো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় উদাহরণস্বরুপ মাদানী মুযাকারায় এমন বিষয় চলছে যেটা শুনতে ভালো লাগছে আর হঠাৎ বাচ্চা বলে উঠলো আব্বু ক্ষুধা লেগেছে বা পানি পান করবো তারপর সে বাচ্চাকে পানি পান করাতেগেলে যে বয়ান হচ্ছিলো সেটা থেকে বাচ্চার বাবা তো বঞ্চিত হবেই সাথে সাথে দু চারজন লোকও তার কারণে পেরেশান হবে। এরপর বাচ্চা বলবে আব্বু আমি প্রস্রাব করবো তখন তাকে নিয়ে যেতে হবে, না নিয়ে গেলে তো সে সেখানেই করে দিবে। বাচ্চারা এইভাবেই গড়বড় করে দেয়, কখনো বলবে ঘুম আসতেছে কারণ বুঝে না আসলে তো ঘুম আসেই এখন তাকে ঘুম পাড়ানোর ব্যাপার থাকে, না সে শুনে বুঝে আর না বাবাকে শুনতে বুঝতে দেয় সুতরাং মেহেরবানী করে বাচ্চাদের নিজের সাথে করে

www.dawateislami.net

আনবেন না আর এই মাদানী আবেদন শুধুমাত্র রমযান মাসের জন্য নয় বরং সারা বছরের জন্য মনে গেঁথে রাখুন। Quantity এর উপর দৃষ্টি না দিয়ে Quality এর উপর দৃষ্টি দিন। হোক সেটা পুরো ট্রেন না হয়ে কয়েকটি বগি বা শুধুমাত্র একটি বাস। কিন্তু যে সকল ইসলামী ভাইদের আনা হবে তারা যেনো সুস্থ ও খোদাভীতি সম্পন্ন হয় যাদেরকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ আসে। এমন যেন না হয় যে, কোন বাহিরের লোক এসে দেখলে তার মধ্যে মন্দ ধারনা এসে চলে যায় আর বলে যে, আমরাতো অনেক প্রশংসা শুনলাম অথচ সেখানে তো ঝগড়া ফ্যাসাদ হচ্ছে। (মালফুজাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ২/২৪৫)

প্রশ্ন: কত বছর বয়সী ইসলামী ভাইদের ইতিকাফে বসানো যায়?

উত্তর: যেখানে যেখানে সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকাফ বা পুরো মাসের ইতিকাফের ব্যবস্থা হয় সেখানে আর বিশেষ করে আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার জন্য এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যে, ইতিকাফকারী যেন ২০ বছরের ছোট আর ৫০ বছরের বড় যেনো না হয় কারণ বয়স্ক লোকদের সামলানো যাবে না আর যখন তাদের মাদানী হালকা ও মাদানী মুযাকারার সময় ঘুম আসবে তখন তারা পা মেলে একেবারে মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়বে এবং তাদেরকে কেউ বাধাও দিতে পারবেনা। এজন্য যে যদি বৃদ্ধদের কিছু বলা হয় তবে তাদের রাগও তাড়াতাড়ি এসে যায়। বৃদ্ধ লোক বেচারা অক্ষম ও অসুস্থ থাকে আর তার স্মরণশক্তি, হজম এবং প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দূর্বল হয়ে যায় শুধুমাত্র জিহবা শক্তিশালি থাকে যেখান থেকে ইষ্টেইট ফায়ার হয় তো এভাবে কখনো কখনো বৃদ্ধ লোক নিজেও কষ্ট পায় আর অন্যদেরও কষ্টের কারণ হয়। এই কারণে অক্ষম ও

www.dawateislami.net

বৃদ্ধদের ইতিকাফে আনবেন না। মেট্রিকের ছাত্র এবং জামেয়াতুল মদীনা ও আশেকানে রাসূলের মাদ্রাসার ছাত্ররা নিজের কার্ড দেখিয়ে ইতিকাফ করতে পারবে আর তাদের মধ্যে কেউ যদি ২০ বছরের নিচে হয় তবে তাদের সম্ভবত ইতিকাফে বসার ক্ষেত্রে বিবেচনা রয়েছে আর এসব কিছু এই কারণেই যাতে ছাত্ররা ছুঠির সময় এদিক সেদিক ভবঘুরে না হয়ে আল্লাহ পাকের ঘরে বসে যায় এবং দ্বীন শিখে যায় এর দ্বারা তার উপকার হবে।

(মালফুজাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৩২৩)

প্রশ্ন: যে সম্মিলিত ইতিকাফে শিখা শিখানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেনা সে ইতিকাফে বসতে চাইলে তাকে কি করতে হবে?

উত্তর: আমাদের মজলিশ ও যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়েরা ইতিকাফের জন্য এমন ব্যক্তির কার্ড কখনো বানাবেন না। ইতিকাফে এক বিপুল সংখ্যক লোক এমন আসে যাদের দোয়া ও নামায ইত্যাদি শিখানোর জন্য লাগানো মাদ্রসাতুল মদীনার (প্রাপ্ত বয়স্ক) হালকায় অংশগ্রহন করার কোন আগ্রহ নেই, তারা ইতিকাফে শুধুমাত্র খাবার দাবার খায় এবং স্বাস্থ্যবাড়ায়, এই ধরনের লোক আসর বসায় এবং খোলা আকাশের নিচে (আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচী মসজিদের বারান্দায়) বসে গল্পগুজব করে আর তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আগত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কেউ তাদের জন্য খিচুড়ি নিয়ে আসে যা তারা মিলে মিশে খায় এই ধরনের লোকদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি তারা যেনো ইতিকাফে না আসেন আর আমাদের তাদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। আমাদের ইতিকাফে বসানোর জন্য ঐ ইসলামি ভাই চাই যে ইতিকাফে ইবাদত ও তিলাওয়াত করবে, ফরজ নামায জামায়াত সহকারে পড়বে এবং সুন্নাত ও দোয়া শিখা শিখানোর হালকা ও মাদানী মুযাকারায় ১০০% অংশগ্রহন

www.dawateislami.net

করবে। মনে রাখবেন! আমাদের ইতিকাফে ইতিকাফকারীদের ভীড় Quantity (অর্থাৎ সংখ্যা) নয় বরং Quality (যোগ্যতা) দরকার। যে ইসলামী ভাই ইতিকাফকারীদের ট্রেন ভর্তি করে নিয়ে আসে তাদের উচিত যে, তারা বারো বগি না এনে দুই বগি নিয়ে আসুক কিন্তু তাদের মধ্যে Quality (যোগ্যতা) সম্পন্ন ইসলামী হবে যারা এখান থেকে শিখে যাবে কিন্তু সাধারনত Quality (যোগ্য) হয় না Quantityহয়। আর এমন ব্যক্তি ইতিকাফের জন্য নিয়ে আসে যার শিখা শিখানোর আগ্রহ থাকে না। সে অন্যদেরও বিরক্ত করে এর পাশাপাশি সে কাবাব সমুচাও খায় এরপর অসুস্থ হয়ে আমাদের ক্লিনিকের ঔষধও খেয়ে যায়। দাওয়াতে ইসলামীর আওতায় প্রত্যেক জায়গায় ইতিকাফকারীদের জন্য ক্লিনিকের ব্যবস্থা থাকেনা তবে আর্ন্তজাতিক মারকায ফয়যানে মদীনায় একটি ছোট ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে সীমিত ঔষধ রয়েছে আর কিছু ডাক্তার স্বেচ্চায় সেখানে আসেন। এখন এটা নয় যে, যে বেচারা অসুস্থ হয়ে ক্লিনিকে যাবে তার ব্যাপারে এটা বলা যায় যে, সে খেয়ে অসুস্থ হয়েছে কারণ ইতিকাফে ভীড় হয় এবং কিছু লোকের শরীর কোমল হয় যার ফলে ভীড়ের কারণে তাদের ঘুম হয় না, আর বিশ্রামহীনতার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে যায়। যাই হোক নিজের সুস্থতার খেয়াল রাখুন আর ব্যস ওই লোকদেরকে ইতিকাফের জন্য নিয়ে আসুন যারা দ্বীনের স্পৃহা রাখে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আসে, বাকীদের আনবেন না আর না এই ধরনের লোকদের কার্ড দিবেন। কতিপয় লোকদের ব্যাপারে তো মজলিশে ইতিকাফেরও জানা হয়ে যায় যে, তারা ইতিকাফে শুধুমাত্র পানাহারকরবেআর নিজের অনিষ্টতা অপরের নিকট পৌছাবে অতএব ইতিকাফকারীদের এই ধরনের লোকদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচানো জরুরি।

আনন্দ ভ্রমনকারীদেরও ইতিকাফে আনবেননা

তদ্রুপ আনন্দ ভ্রমনকারীদেরও ইতিকাফে আনবেন না। যেহেতু পাঞ্জাবে সমুদ্র নেই এই কারণে এক বিপুল সংখ্যক সমুদ্র দেখার জন্য পাঞ্জাব ইত্যাদি থেকে ইতিকাফে আসে এরপর তারা সমুদ্র দেখার জন্য যায় আর সেখানে উটের উপর বসে ছবি তুলে যা কখনো কখনো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক করে দেয় অতএব এই ধরনের লোকদের দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালা বলবেন না। দাওয়াতে ইসলামী সমুদ্রের মতো, সমুদ্রে যখন জাল ফেলা হয় তখন সেখানে মাছও আসবে, কাকড়াও আসবে আর হতে পারে সাপও আসতে পারে সুতরাং এই ধরনের ইসলামী ভাইও ইতিকাফে আসে যারা দাওয়াতে ইসলামীর দূর্নাম করে অতএব ঘুরাফেরা কারীদেরকেও ইতিকাফের জন্য আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে আনবেন না। আমাদের এখানে করাচীতে যে সমুদ্র আছে সেটার নামা "বাহরে আরব" সুতরাং কারো যদি সমুদ্র দেখতে হয় তবে সে যেনো ইতিকাফ ছাড়া এই নিয়্যতে সমুদ্র দেখে যে, এটা হিজাযে মুকাদ্দাসকে চুম্বন করতে যায়। পূর্বে করাচীর সমুদ্র থেকে (সামুদ্রিক জাহাজ)ও হাজীদের কাফেলা নিয়ে জেদ্দা শরীফ যেতো। মনে রাখবেন! সমুদ্র দেখা গোনাহ নয় কিন্তু যখন ইতিকাফের জন্য আসবেন তখন পুরো সময়টা এখানেই অতিবাহিত করুন সমুদ্র ও বাজারের দিকে যাবেন না। এ কথাও মনে রাখবেন যে, ইতিকাফের জন্য চাওয়া জায়েজ নেই। সুতরাং যখন ইতিকাফের জন্য আসবেন তখন কারো কাছে এই ভাবে চাইবেন না যে, আমি দাওয়াতে ইসলামীর আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ইতিকাফের জন্য যাবো আর আমার কাছে আসা যাওয়ার ভাড়া ও পকেট খরচ নেই তাই আমাকে সাহায্য করুন।

(মালফুজাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৩২৪)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী শরীফে যমযম পানি পান করার জন্য ইতিকাফের নিয়্যত করা কি জরুরি?

উত্তর: যমযমের পানি পান করার জন্য বা আহার করার জন্য ইতিকাফের নিয়ত হতে পারে না আর যদি করে নেয় তবে এই নিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিকাফের নিয়ত শুধুমাত্র সাওয়াবের জন্য করতে পারেন। মসজিদে হারাম বা মসজিদে নববীতে ইতিকাফ ছাড়া অর্থাৎ যে ইতিকাফের নিয়ত করেনি তার জন্য যমযমের পানি পান করা জায়েজ নেই। যদি প্রথমে ইতিকাফের নিয়ত করেনি আর এখন যমযম পান করতে হবে তবে তার জন্য এই নিয়ত করা যাবে না বরং সাওয়াবের নিয়্যতে ইতিকাফের নিয়ত করুন এরপর যিকির ও দরূদ পড়ুন উদাহরণস্বরূপবারো বার দরূদ শরীফ পড়ে নিন এখন যমযমের পানি করা জায়েজ হয়ে যাবে।

(মালফুজাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৪৫১)

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

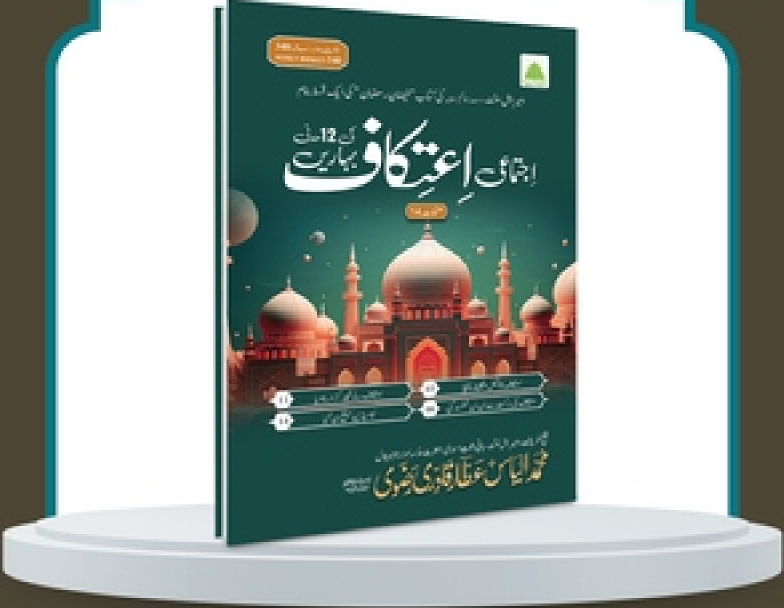

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net